অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবার মাধ্যমে ৬ বছরের নীচে ৬৮.৫৮ লাখ শিশু এবং ১১.২৬ লাখ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য প্রতি মাসে ২৫ দিন করে নিয়মিত গরম রান্না করা খাবার দেওয়া হয়েছে। ৫ বছরের নীচে মাত্র ৩.৩৪ শতাংশ শিশুর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম। ৩ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত আনুমানিক ৩৬.৪৫ লাখ শিশুকে ১.১৯ লাখ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রাক্ বিদ্যালয় স্তরে পড়াশুনা করানো হয়েছে।

'মিশন বাৎসল্য'-র অধীনে সরকার এবং NGO পরিচালিত হোম, স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি এবং ওপেন শেল্টারের মাধ্যমে ৬,২০০ জন শিশুকে হোম-এ রাখা হয়েছে। এছাড়া এই দপ্তর ১৮৯ জন শিশুকে দত্তক পরিবারে পুনর্বাসন, ১,৩৯১ জনকে আর্থিক অনুদান এবং ৯,৫৫৩ জন শিশুকে বাড়িতে ফেরত পাঠানো এবং নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এই বিভাগ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন মহিলাদের জন্য ৩৭টি শক্তি সদন শেল্টার হোম এবং হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্যার্থে ২৩টি 'ওয়ান স্টপ সেন্টার' পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও ভবঘুরেদের জন্য ১০টি নির্দিষ্ট আবাস এবং কলকাতা, হাওড়া ও আসানসোল মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে ৩১টি গৃহহীন নগরবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট আবাস চালু আছে। উপরন্তু যারা সদ্য মানসিক অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছেন সেইসব আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের জন্য রাজ্য সরকার যতদিন তারা স্বতন্ত্রভাবে জীবন চালাতে সক্ষম হচ্ছে ততদিন তাদের আশ্রয়ের জন্য 'প্রত্যয়' নামে ২টি হাফ-ওয়ে হোম চালু করেছে। এই বিভাগ সেই আশ্রয়ের বাসিন্দাদের তাদের পরিবারের সঙ্গে সংযুক্তির জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

৩.২৮ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুস্থায়ী জীবনযাত্রা অর্জনের স্বার্থে এই বিভাগ বিভিন্ন উদ্যোগের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে সার্বিক বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট। এটি ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে কার্যকরী এবং স্বচ্ছ পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

এই দপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ থেকে ঐক্যশ্রী মেধাবৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে। ৪৫ লাখ আবেদন ২০২৪-২৫ সালে জমা পড়েছে। এই বছর ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ১৬ লাখ

মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এযাবৎ ৩৩ লাখ মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যারা পেশাদারি/কারিগরি/বৃত্তিমূলক পড়াশুনা ভারতে এবং ভারতের বাইরে করছেন তাদের জন্য ২১.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৯৮টি এডুকেশন লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই বছরে স্ব-উদ্যোগে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ৯,২০১ জন সুবিধাপ্রাপককে এবং ৫২,৭০৭ স্বনিযুক্তি কর্মপ্রকল্পের মহিলাদের মোট ২৪৫.৩৪ কোটি টাকার মেয়াদি ঋণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১১ থেকে ১,২৯,৬৭৯ জন এবং ১৩,৫৭,৮৭৪ জন সুবিধাপ্রাপককে ১,১৩৩ কোটি টাকা এবং ২,২৬৪ কোটি টাকা যথাক্রমে মেয়াদি ঋণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ প্রদান করা হয়েছে।

এ বছর স্মার্ট ক্লাসরুম, ই-বুক এবং কম্পিউটার ল্যাবের পরিকাঠামো নির্মাণ এবং মানোন্নয়নের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই আর্থিক বর্ষে সমাপ্ত করার জন্য ৬০০টি স্মার্ট ক্লাসরুম, ১০০টি ডিজিটাল ল্যাবরেটরি এবং ৭৬টি মাদ্রাসায় সায়েন্স ল্যাবরেটরি মানোন্নয়নের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এই দপ্তর বিভিন্ন অনলাইন উদ্যোগ শুরু করেছে। যেমন- বোর্ড পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, তথ্য মূল্যায়ন, পোস্ট পাবলিকেশন রিভিউ (PPR) এবং পোস্ট পাবলিকেশন স্ক্রুটিনি (PPS)। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ মাদ্রাসা এডুকেশন (WBCHSE) ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করে ফাজিল পরীক্ষার জন্য সেমিস্টার পদ্ধতি শুরু করেছে।

সরকার বিভিন্ন প্রকল্প যেমন- MsDP, IMDP এবং MDW-এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই বছর MsDP-এর অধীনে ৯২.৪২ কোটি টাকা IMDP-এর অধীনে ৬৫.১২ কোটি টাকা এবং MDW-এর অধীনে ১২০.৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা উপকৃত হবে। ২০১১ থেকে ১০,৩৩৭ কোটি টাকার অধিক ব্যয়ে ৫.০৫ লাখেরও বেশি প্রকল্প এই পরিকল্পনাগুলির অধীনে সমাপ্ত হয়েছে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে ২৩টি বিভাগের অধীনে ৫০টি শিক্ষাক্রম পরিচালনা করে থাকে। এটি NAAC থেকে B+ Accreditation অর্জন করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বিভিন্ন কার্যক্রমে ১০৯ জন PhD ছাত্র-ছাত্রীসহ ১,৯৩৯ জন নতুন ছাত্রছাত্রী নথিভুক্ত হয়েছে এবং ৩৫টি PhD ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটির ট্রেনিং ও প্লেসমেন্ট সেল ক্যাম্পাস ড্রাইভের আয়োজন করেছে যার ফলে ১৭৭ জন গ্র্যাজুয়েট চাকরির সুবিধা লাভ করেছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বাড়ানোর জন্য ৬০৫টি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪৬৩টি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান হিসেবে বার্ষিক ১০,০০০ টাকা পান।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায়, শিল্পী, উৎপাদক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক যুবতী এবং স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যদের সহায়তার জন্য ৩০৫টি কর্মতীর্থ (মার্কেটিং হাব) নির্মাণ করা হচ্ছে। এই বছর চালু হওয়া ১৩টি কর্মতীর্থ ধরে মোট চালু কর্মতীর্থ ২৬৬টিতে পৌঁছেছে। এই অর্থবর্ষের শেষে আরও ২৩টি চালু করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং অবশিষ্ট ১৬টি চালু হওয়ার বিভিন্ন স্তরে আছে।

WBMDFC, WBSHC এবং উর্দু অ্যাকাডেমি সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য কোচিং-এর আয়োজন করেছে। IAS এবং অন্য UPSC পরীক্ষার জন্য ১০০জন চাকরিপ্রার্থীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে যোগ্যশ্রী সিভিল সার্ভিসেস কোচিং ফর মাইনরিটিজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও WBMDFC কলকাতা পুলিশ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নিয়োগের জন্য ১,৮০০ প্রার্থীকে কোচিং দিয়ে থাকে।

এই দপ্তর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-NIFT, MSME টুল রুমস এবং WEBEL-এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ চালু করেছে। বর্তমানে ১৩৫ জন প্রার্থী NIFT কোর্সে এবং ১৪০ জন MSME টুল রুমসে নথিভুক্ত হয়েছে। ৩ দিনের প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের পরে রেকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিং (RPL) কর্মসূচির মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ এবং মালদার ৪,০০০ রাজমিস্ত্রীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলার ৯০০ জনের অধিক যুবক-যুবতীকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রচলিত শিল্প যেমন-জরি, রত্ন এবং অলঙ্কার এবং চর্ম শিল্পে RPL প্রশিক্ষণ বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যেই সমাপ্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লোন সুবিধা প্রাপকদের ব্যাবসায়িক দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে WBMDFC ২,৩০০ জন যুবক-যুবতীকে স্বল্প মেয়াদে স্বনিযুক্তি উন্নতি প্রশিক্ষণ (EDP) প্রদান করছে। এই দপ্তর সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন প্রকল্প যেমন আলিয়া ইউনিভার্সিটির নির্মাণ, কবরখানার সীমানা প্রাচীর তৈরি, গ্রাম্য পরিকাঠামো, ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। ২০১১ থেকে ৯,৩৭১টি সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ১,২৭৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে এবং সহায়সম্বলহীন সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য ২,৪৫১ কোটি টাকার কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ২.৫ লক্ষ মহিলা উপকৃত হবেন।

৩.২৯ অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ

তপশিলি জাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সার্বিক বিকাশের জন্য এই বিভাগ দায়বদ্ধ। শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে এই বিভাগ রাজ্যব্যাপী প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা স্তরেই অনলাইনের মাধ্যমে জাতি শংসাপত্র প্রদানের কাজ চলছে। ২০২৪-২৫ সালে এখনও পর্যন্ত ২,৩৯,৭০২টি জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। মে ২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত ১,৬৪,৪২,০৪২টি জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যের সামাজিক পেনশন প্রকল্প 'তপশিলি বন্ধু'-র মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত বয়স্ক নাগরিকদের মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হয়। ২০২৪-২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১১,০৫,৩৩৩ জন পেনশন প্রাপকদের মাসিক পেনশন বাবদ ৭৮১.৪২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। শুরু থেকে উপরিউক্ত পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৫,২২৫.৫৯ কোটি টাকা।

২০২৪-২৫ সালে এখনও পর্যন্ত ৮,৬৯,৫৫৭ জন তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৬৯.৫৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী বৃত্তির জন্য ২০২৪-২৫ সালে তপশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ ১,২২,৮৭৭ জন এবং পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ